তারিখ ০6 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দৈনিক আমাদের সময়

এসএসসি ফরম পূরণ ফি ১৫ হাজার টাকা

প্রতিবাদ করায় শিক্ষার্থীকে পেটালেন শিক্ষক

পিরোজপুর ও মঠবাড়িয়া প্রতিনিধি ●

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রতিবাদ ও তথ্য ফাঁস করার অভিযোগ এনে শফিকুল ইসলাম (১৬) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীকে নির্দয়ভাবে পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছেন প্রধান শিক্ষক মাহফুজুর রহমান। আহত পরীক্ষার্থী শফিকুল ইসলাম গত দুদিন ধরে মঠবাড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। গতকাল বিষয়টি জানাজানি হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

শিক্ষার্থীর পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার দুপুরে মঠবাড়িয়া উপজেলার বুখইতলা বান্ধবপাড়া সম্মিলিত (বিবিএস) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক মো. মাহফুজুর রহমান নিজ কক্ষে শিক্ষার্থী শফিকুলকে ডেকে নিয়ে বেদড়ক মারধর করে। এ সময় স্কুলের আরও দুই শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের কক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

স্কুলটিতে এসএসসির ফরম পূরণে এ বছর ৫৮ পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার, দুই বিষয়ে অকৃতকার্যদের ১০ হাজার এবং তিন বিষয়ে অকৃতকার্যদের কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা আদায় করে নেয় প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে স্কুল কর্তৃপক্ষ। গত ২০ নভেম্বর বুখইতলা গ্রামের দিনমজুর আবুল কালাম হাওলাদারের ছেলে ওই বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী দুই বিষয়ে অকৃতকার্য শফিকুল ইসলামের কাছে প্রধান শিক্ষক ১৫ হাজার টাকা দাবি করে। তার অভিভাবকরা অনেক অনুরোধ করে ১০ হাজার টাকা দিয়ে ফরম পূরণ করে। ওই শিক্ষার্থী ফরম পূরণে প্রধান শিক্ষকের অতিরিক্ত অর্থ আদায় বাণিজ্যের কথা স্থানীয় লোকজনের কাছে ফাঁস করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গত শনিবার দুপুরে প্রধান শিক্ষক মাহফুজুর রহমান ওই শিক্ষার্থীকে তার কক্ষে

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

প্রতিবাদ করায় শিক্ষার্থীকে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ডেকে নিয়ে দুই শিক্ষকের উপস্থিতিতে বেদড়ক মারধর করেন। এতে শিক্ষার্থী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে পরিবারের লোকজন ও স্বজনরা তাকে স্কুল থেকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। আহত শিক্ষর্থী শফিকুলের মা কোহিনুর বেগম অভিযোগ করেন, তার ছেলের ফরম পূরণের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ১৫ হাজার টাকা দাবি করে। পরে বাবার বাড়ি থেকে সুদে ও শেষ সম্বল সেচ মেশিন বিক্রি করে ১০ হাজার টাকা ছেলের ফরম পূরণে দিয়েছি। স্কুলে বাড়তি টাকা নেওয়ার কথা এমনিতেই সবাই জেনে গেছে। আমার ছেলেকে দোষারোপ করে নির্দয়ভাবে মারধর করা হয়েছে। গত রোববার সরেজমিন বিদ্যালয়ে গেলে অভিভাবকরা জানান, বাছাই পরীক্ষায় সব বিষয়ে উত্তীর্ণদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ও শিক্ষার্থী রাশেদুল, রাবেয়া, কারিমা, মিরাজ, সলেমানের কাছ থেকে ফরম পূরণে ১০-১৫ হাজার টাকা করে নিয়েছেন প্রধান শিক্ষক। জানা গেছে, ফরম পূরণের বোর্ড নির্ধারিত ফি দুই হাজার টাকারও কম। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, ওই স্কুলছাত্র গত কয়েক দিন ধরে স্কুলে না আসায় তাকে কয়েকটি কিল-থাপ্পড় মেরেছি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রফিক উদ্দিন আহমেদ অতিরিক্ত অর্থ আদায় ও মারধরের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম ফরিদ উদ্দিন বলেন, শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীকে মারধরের লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।